ভারতবর্ষ বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের দেশ হিসাবে খ্যাত। এখানে সকলেই নিজ নিজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিয়ে বসবাস করে। আবার প্রত্যেকের মধ্যেই ভারতবাসী হিসাবে একটা সংহতি বোধ পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ বিবিধের মাঝে ঐক্য বা "Unity in diversity" এখানে যথার্থ ভাবে দেখা যায়। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে ভারতবাসী এই সংহতিবোধের অভাবের দরুণ নানাবিধ অশান্তি, বিদ্বেষ ও পারস্পরিক হানাহানির সম্মুখীন হয়েছে। তখন অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগে ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতি সত্যিই সুদৃঢ় না ঠুনকো।

মানুষের মধ্যে প্রকৃত সংহতিবোধ তথা দেশাত্মভাবনার যথার্থ বিকাশে শিক্ষার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কারন শিক্ষাই মানুষকে শেখায় ভালো-মন্দ, সত্যি-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ঠিক-বেঠিক-এগুলির মধ্যে সঠিককে বেছে নিতে যা অনেকাংশে সংহতি ভাবনাকে উদ্বুদ্ধ করে।

জাতীয় সংহতির সংজ্ঞা ঃ ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতি প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণাণ কমিশন (১৯৪৮-৪৯ খ্রী:) মন্তব্য করেছেন, "National unity and progress require a deeper foundation than political and economic arrangements. It is the life of spirit that has shaped and united our collective existence and has been the real bond of oneness among the Indian people".

ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু জাতীয় সংহতি প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "Political integration has already taken place, but what I am after is something much deeper than that an emotional integration of the Indian people so that we may be welded into one strong national unit maintaining at the same time all over wonderfull diversity." অর্থাৎ ভারতের বা রাষ্ট্রের অন্তগর্ত প্রত্যেক ব্যক্তি যখন সংকীর্ণ ব্যক্তি চেতনা ও সমাজ চেতনাকে অতিক্রম করে একই আদর্শ ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সহানুভূতি গড়ে তুলতে পারবে, তখনই জাতীয় সংহতি সমস্যার সমাধান হবে এবং প্রাক্ষোভিক সংহতি প্রতিষ্ঠিত হবে।"

অনেকের মতে ভৌগোলিক সীমা ও উপজাতীয় আনুগত্যকে অস্বীকার করে

Scanned by CamScanner

প্রত্যেকব্যাক্তির মধ্যে ঐক্যের অনুভূতি জাগরিত হওয়াকে বলা হয় জাতীয় সংহতি।

ভারতের জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হবার কারণ ঃ

ভারতবর্ষে একদিকে যেমন সংহতি বোধ বজায় আছে অপরদিকে তেমনি বিভিন্ন কারণে এই সংহতিভাব ছিন্ন হবার উপক্রম হয়েছে। ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হবার সম্ভাব্য কারণগুলি হল নিম্নরূপ—

(i) সাম্প্রদায়িক মনোভাব ঃ ভারতবর্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে পাশাপাশি বসবাস করলেও কখনও কখনও তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে তারা সম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়েন এবং পারস্পরিক বিদ্বেষে জড়িয়ে পড়েন। এই ধরনের সাম্প্রদায়িক মনোভাব যতদিন ভারতবাসীর মধ্যে থাকবে ততদিন সংহতিবোধ বিনষ্ট হবার আশঙ্কা থাকবে।

(ii) ধর্মীয় বিভেদ ঃ এদেশে বহুধর্মাবলম্বী মানুষ একত্রে বসবাস করেন। এদের প্রত্যেকেই নিজের ধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে গিয়ে অনেক সময় পারস্পরিক বিদ্বেষ ও হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ ধর্মীয় কারণে এখানকার সংহতিবোধ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

(iii) প্রাদেশিকতা ঃ এদেশে জাতীয় সংহতি স্থাপনের অপর একটি বাধা হল প্রাদেশিকতা বোধ। প্রাদেশিকতার জন্যই বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সীমানা নিয়ে শুধুমাত্র সংঘাত হচ্ছে তা নয়, শিল্প উদ্যোগের স্থান, নদীর জল বন্টন ইত্যাদি ছোটখাটো বিষয়ে এখানে ক্রমাগত বিরোধ দেখা দিচ্ছে।

(iv) ভাষাগত বৈষম্য ঃ ভারতবর্ষে ভাষাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ আজও ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতে লিপ্ত হচ্ছে। কোথাও কোথাও ভাষাগত সংঘর্ষ এত তীব্র হয়ে উঠছে যে তা আমাদের জাতীয় সংহতি বিপন্ন হয়ে পড়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

(v) বর্ণভেদ ঃ এদেশে ধর্মীয় বিভেদ যেমন দেখা যায় তেমনি বর্ণভেদও ব্যাপকভাবে দেখা যায়। একই ধর্মের মানুষের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী এবং শ্রেণীর মধ্যে উপশ্রেণীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। যেমন ঃ- হিন্দুধর্মে বর্ণভেদ প্রথা রয়েছে। এই প্রথা ভারতের বিভিন্ন নাগরিকদের মধ্যে অশান্তিও বিভেদের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

(vi) যথার্থ শিক্ষার অভাব ঃ প্রকৃত শিক্ষার অভাবে ভারতবাসীর মধ্যে সংহতি ভাব তথা সংহতি চেতনা অণেকটাই কমে যাচ্ছে। অর্থাৎ পরিকল্পিত শিক্ষার অভাবে মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধ, ভাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হচ্ছে না, পরিবর্তে সৃষ্টি হচ্ছে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও অবিশ্বাসের।

Scanned by CamScanner

(vii) নৈতিকমানের অবণমন ঃ নৈতিকমানের অবনতি জাতীয় সংহতির পথে বাধা হয়ে দাড়িয়েছে। পারস্পরিক অবিশ্বাস, পরস্পরকে প্রতারণা করার মনোভাব, অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টা সবকিছুই নৈতিকমানের অবনতির ফলস্বরূপ।

(viii) রাজনৈতিক বিরোধ ঃ রাজনৈতিক মতবিরোধ জাতীয় সংহতির অন্যতম শত্রু। আমাদের দেশে বিপরীত মতাদর্শ সম্পন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এবং তাদের সভ্য-সমর্থকদের মধ্যে প্রতিনিয়ত রক্তক্ষয়ী সংঘাত শান্তিপ্রিয় মানুষের কাছে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এককথায় রাজনৈতিক বিরোধ ভারতের জাতীয় সংহতির কাঠামোকে ক্রমশই ভঙ্গুর করে দিচ্ছে। কখনও কখনও রাজনৈতিক বিরোধ মানুষের মধ্যে সুপ্ত থাকা পাশবিক প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশে সাহায্য করছে।

(ix) অর্থনৈতিক বৈষম্য ঃ আমাদের দেশে অর্থনৈতিক বন্টনের ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য তথা ধারাবাহিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এদেশের কিছু মানুষ ক্রমশঃ ধনী থেকে আরো ধনীতে পরিণত হচ্ছে। অপরদিকে এক শ্রেণীর মানুষ ক্রমশঃ গরীব থেকে গরীবতর হচ্ছে। অর্থনৈতিক এই বৈষম্য মানুষের মধ্যে সংহতি স্থাপনের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

(x) বেকার সমস্যা ঃ জাতীয় সংহতি বিনাশের অন্যতম কারণ হল ক্রমবর্দ্ধমান বেকারত্ব। বিশেষতঃ লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়ে অর্থাৎ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তাদের মধ্যে সংহতি ভাবনার বিপরীত চিন্তাভাবনার উদ্রেক হচ্ছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে শিক্ষিত বেকারদের হতাশাবোধকে কাজে লাগিয়ে যেভাবে সন্ত্রাসবাদী ও উগ্রপন্থী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হচ্ছে তা বাস্তবিকই চিন্তার কারণ।

জাতীয় জীবনের পূর্বোক্ত সমস্যার সমাধান করতে না পারলে সংহতি বোধের সমস্যা চিরদিনই থেকে যাবে। তবে এই সমস্যা সমাধানের জন্য শুধুমাত্র কতকগুলি আইন প্রণয়ন করলেই চলবে না। এর পরিবর্তন ঘটাতে হবে মনোবিজ্ঞানসম্মত ভাবে। উপযুক্ত পরিবেশ গঠন করে রাষ্ট্রের প্রত্যেক মানুষের জীবনে প্রক্ষোভমূলক ভারসাম্য যাতে বজায় থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। তবেই জাতীয় সংহতির পথ প্রশস্ত হবে। জাতীয় সংহতি রক্ষায় রাজনীতিবিদ, শিক্ষক/শিক্ষিকা, সাধারণ মানুষ সকলেরই কমবেশি কর্তব্য রয়েছে। প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে একটু সচেতন হন তাহলে সংহতি বজায় থাকবে এবং এর সুফল পাওয়া যাবে।

জাতীয় সংহতি রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ঃ

জাতীয় সংহতি হল এক ধরনের বিশেষ মানসিক অনুভূতি। বিভিন্ন কারণে মানুষের

Scanned by CamScanner

মধ্যে জাতীয় সংহতি রক্ষার প্রয়োজন দেখা দেয়। যথা ঃ-

1. দেশকে বাইরের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য জাতীয় সংহতি অবশ্যই প্রয়োজন। তাছাড়া দেশের অভ্যন্তরে ধর্মভাষা ও জাতপাতকে কেন্দ্র করে যে সব বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি কাজ করছে তার মূল উৎপাটন করার জন্যও জাতীয় সংহতি বজায় রাখা প্রয়োজন।

2. ভারতের মতো বিশাল দেশে জাতিগত, ভাষাগত পার্থক্যের জন্য জাতীয় সংহতি বজায় রাখা প্রয়োজন। এদেশে বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে ভৌগোলিক পরিবেশ, জলবায়ুগত পরিবেশ, ভাষাগত পার্থক্য, রীতি-নীতিগত বৈষম্য এতই প্রকট যে তা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। কারণ আমাদের ভুললে চলবে না, "Unitedly we stand, dividedly we fall" অর্থাৎ একত্রিত হয়ে থাকলে আমরা দাঁড়াতে পারবো কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে থাকলে আমাদের পতন অনিবার্য।

3. যে কোন গণতান্ত্রিক আদর্শকে সফল করে তোলার জন্য মানুষের মধ্যে আবশ্যিক ভাবে সংহতি বোধ থাকা দরকার।

4. প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য মানুষের মধ্যে আবশ্যিক ভাবে সংহতি বোধ থাকা দরকার। ভারতের সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলিতে যেসব পারস্পরিক হানাহানি বিদ্বেষ দেখা দিয়েছে তার জন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা যে রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

শিক্ষা ও জাতীয় সংহতি ঃ জাতীয় সংহতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আজ সবদেশে স্বীকৃতি লাভ করেছে। অর্থাৎ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সকল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ ব্যাপকভাবে অনুভব করছেন। উগ্রসাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা ইত্যাদি জাতীয় সংহতির বাধাগুলিকে শিক্ষার দ্বারা দূরীকরণের প্রয়াস দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে শিক্ষা হল একমাত্র উন্নত সামাজিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে জমে থাকা বিভিন্ন প্রকার অজ্ঞতা দূর করা যায়। আবার শিক্ষার দ্বারাই ব্যক্তির আচরণ ও নৈতিকমানের উন্নতি করা সম্ভব। এই জন্য স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা রাধাকৃষ্ণণ কমিশন (১৯৪৮-৪৯), মাধ্যামিক শিক্ষা কমিশন বা মুদালিয়র কমিশন (১৯৫২-৫৩) এবং ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বা কোঠারী কমিশন (১৯৬৪-১৯৬৬) জাতীয় সংহতিকে সুদৃঢ় করার জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। ভারতের জাতীয় সংহতি যাতে শিক্ষার দ্বারা নির্ধারিত হয় তার জন্য ১৯৬১ খ্রী:-এ সম্পূর্ণানন্দ কমিটি নিয়োগ করা হয়। শিক্ষার গুরুত্ব প্রসঙ্গে এই কমিটি মন্তব্য করেছেন, "Education can play a vital role in strengthening emotional

Scanned by CamScanner

integration. It should broaden the outlook, foster a feeling of oneness and nationalism and a spirit of sacrifice and tolerence so that narrow group interests are submerged in the large interests of the country".

জাতীয় সংহতিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন সেগুলি হল :

(i) জাতীয় শিক্ষানীতি ঃ ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। তাই এর প্রতিষ্ঠার জন্য বলিষ্ঠ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রয়োজন। আর তাই এ প্রসঙ্গে ১৯৮৬ খ্রী: জাতীয় শিক্ষানীতি বা 'National Policy of Education (1986)'-এ বলা হয়েছে— বৈচিত্র্যময় ভারতে শিক্ষা বিশ্বজনীন ও চিরন্তন। এখানে সেই সব মূল্যবোধ পালিত হবে যেগুলি আমাদের জনগণের ঐক্য সংহতি বদ্ধ হতে সাহায্য করবে। তাছাড়া যথার্থ শিক্ষানীতি প্রয়োগের দ্বারা মানুষের মধ্যে থেকে ধর্মান্ধতা, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, গোঁড়ামি ইত্যাদি সহজে বিলুপ্ত হবে। সর্বোপরি, প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত একই ধাঁচের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হলে জাতীয় সংহতি দৃঢ়তর হবে যে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

(ii) সমাজ জীবনে জাতীয় সংহতির প্রভাব ঃ শিক্ষা যেহেতু একটি সামাজিক প্রক্রিয়া সেহেতু শিক্ষার দ্বারা সমাজের নানাবিধ অসুবিধা দূর করা যায় এবং সমাজকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সহজতর হয়। মানুষের মধ্যে প্রকৃত সংহতি ভাব তথা সামাজিক ঐক্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষার কার্যকর ভূমিকা সম্পর্কে আমরা সবাই কমবেশী সচেতন।

(iii) জাতীয় সংহতি স্থাপনে শিক্ষার পুনর্বিন্যাস ঃ জাতীয় সংহতিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থার পুণর্বিন্যাস তথা আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। আমাদের দেশে CABE বা Central Advisory Board of Education বা কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ; UGC বা University Grants Commission বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগ; NCERT বা National Council of Educational Research and Training বা জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে জাতীয় সংহতির প্রয়োজনীয়তা এবং তার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার কী কী পরিবর্তন করা দরকার সে ব্যাপারে বেশ কিছু সুপারিশ করেছেন। এই সব সুপারিশের মধ্যে থেকে যেমন বেশ কিছু গ্রহণ করা হয়েছে তেমনি বেশ কিছু বর্জনও করা হয়েছে।

সুতরাং পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষার সঙ্গে জাতীয় সংহতিগত সমস্যা ব্যাপকভাবে জড়িত। তাই ১৯৫৮ সালে বিশ্ব-বিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করেন। সেখানে ভারতের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্‌রা স্বীকার

Scanned by CamScanner

করেছিলেন যে, যদিও তাঁদের আলোচনা বিশ্ব-বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল, তবুও তা সাধারণ ভাবে সর্ব স্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পরে এই আলোচনা থেকে উদ্ধৃত সারাংশ গুলি বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হলে, তারা জাতীয় সংহতি স্থাপনের জন্য শিক্ষাকে কীভাবে পরিচালনা করা যায় সে ব্যাপারে কিছু সুপারিশ করেন।

এই সমস্ত সুপারিশগুলি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল—

(a) জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন ঃ জাতীয় সংহতি রক্ষার একটি প্রয়োজনীয় উপাদান হল সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা গঠন অর্থাৎ প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত একই ধাঁচের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। কিন্তু বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন শিক্ষাপর্ষদে, যেমন : CBSE বা Central Board of Secondary Education; ICSE বা Indian Council of Secondary Education, West Bengal Board of Secondary Education, Bihar Board of Secondary Education-সব ক্ষেত্রেই ভিন্ন ভিন্ন পাঠক্রম তথা শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। ফলে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে জাতীয় শিক্ষানীতি আজও চালু করা যায়নি।

(b) পাঠ্যপুস্তক রচনা ঃ শিক্ষার্থীরা যাতে নিজের দেশ, জাতি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদির প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও গর্ববোধ করতে পারে সেই উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে। এর জন্য National Integration Council বা জাতীয় সংহতি সংস্থা যেমন স্থাপিত হয়েছে, তেমনি National Book Trust বা জাতীয় পুস্তক পর্ষদ গঠিত হয়েছে। এছাড়াও NCERT বিভিন্ন স্তরের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনায় ব্রতী হয়েছেন। সর্বোপরি আঞ্চলিক ভাষায় যাতে অধিক সংখ্যক পাঠ্যপুস্তক রচিত হয় সে ব্যাপারেও NCERT, SCERT, রাজ্য শিক্ষা দপ্তর বেশ কিছু উদ্যোগ নিচ্ছেন।

(c) ইতিহাসের মূল্যায়ন ঃ শিক্ষার্থীরা যাতে নিজের রাজ্য, রাষ্ট্র ও পৃথিবীর ইতিহাস যথার্থ ভাবে জানতে পারে সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যাতে পক্ষপাতশূন্য ধারণালাভ করতে পারে সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। আর একটি বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে শিক্ষার্থীরা যেন রাজনৈতিক ইতিহাসের থেকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে বেশী জ্ঞান লাভ করে। অর্থাৎ প্রচলিত ইতিহাস শিক্ষার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, ইতিহাস মানে শুধু রাজা মহারাজাদের বৈভবপূর্ণ জীবন ও যুদ্ধবিগ্রহের কথা নয়, ইতিহাস হল সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বিবর্তনের জীবন্ত দলিল।

(d) সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী ঃ বিদ্যালয়ে নানাবিধ সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী যথার্থভাবে সংগঠিত করতে হবে যাতে সে বিভিন্ন রাজ্যের কৃষ্টি, সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত

Scanned by CamScanner

হতে পারে। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, মণিষীদের বাণীপাঠ, বিভিন্ন মণিষীদের জন্মদিবস পালন ইত্যাদির মাধ্যমে যেমন সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ ঘটানো যায় যায় তেমনি জাতীয় সংহতি সম্পর্কেও তাদের মধ্যে যথার্থ ধারণা সঞ্চালনের উদ্যোগ নিতে হবে।

(e) গণশিক্ষা ঃ জাতীয় সংহতি সম্পর্কে শিক্ষার্থী যাতে অধিক দায়িত্ব সচেতন হয় তার জন্য সার্বজনীন শিক্ষা বা গণশিক্ষার প্রয়োজন। অশিক্ষিত, নিরক্ষর মানবগোষ্ঠী নিয়ে কখনও সুসংহত জাতি গঠন করা যায় না অর্থাৎ সকলের জন্য সমান শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে। কারণ যথার্থভাবে শিক্ষিত মানবগোষ্ঠী দেশের সম্পদহিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। অপরদিকে অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী সম্পদের পরিবর্তে 'আপদ' বা বোঝা হিসাবে পরিচিত।

(f) ধর্মের গোঁড়ামি ত্যাগ ঃ জাতীয় সংহতিকে মজবুত করার জন্য সকল প্রকার ধর্মীয় গোঁড়ামী অবিলম্বে ত্যাগ করা প্রয়োজন কারণ যে কোন প্রকার ধর্মীয় গোঁড়ামি অগ্রগতির বাধা স্বরূপ। বলতে দ্বিধা নেই, ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে সাধারণ ভারতবাসী আজও সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারে নি বলে চারদিকে এত হিংসাশ্রয়ী ঘটনা ঘটছে।

(g) ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা ঃ ভারতের মতো বহু ভাষাভাষী ও বহু ধর্ম বিশিষ্ট দেশে শিক্ষার্থীকে অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোনও প্রকার ধর্মীয় পক্ষপাত যাতে কোন ভাবে প্রকাশিত না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

(h) অন্য ভাষার পরিচিতি ঃ শিক্ষার্থী নিজের মাতৃভাষা যেমন ভালোভাবে শিখবে, জানবে তেমনি সম্ভব হলে কয়েকটি ভারতীয় ভাষা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অধিকারী হবে। কারণ অন্য ভাষা জানলে সেই ভাষায় প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা পাঠ করে সে একদিকে যেমন যথার্থ ধারণা লাভ করতে পারবে, অপরদিকে তেমনি জাতীয় সংহতি সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি দিতে পারবে।

(i) জনসংযোগ ব্যবস্থা ঃ জাতীয় সংহতি তখনই যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে যখন বিভিন্ন প্রকার গণমাধ্যম বা Mass Media সদর্থক ভূমিকা পালন করবে। সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও, চলচ্চিত্র ইত্যাদি গণমাধ্যম গুলির ভূমিকা এক্ষেত্রে প্রশংসনীয়। গণমাধ্যম গুলিতে জাতীয় সংহতির স্বপক্ষে ক্রমাগত প্রচার চালালে অবশ্যই সুফল পাওয়া যাবে।

(j) শিক্ষকের ভূমিকা ঃ জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতে ও গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষে শিক্ষক-শিক্ষিকার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক নিজে যদি গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতিতে বিশ্বাসী না হন তাহলে শিক্ষার্থীরা কখনও জাতীয় সংহতির চিন্তা ধারায় নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারবে না।

Scanned by CamScanner

(k) সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা ঃ কোন জাতীয় সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচনা লেখার প্রতিযোগিতা বা বিতর্ক সভার আয়োজন সফল ভাবে করতে হবে। এর দ্বারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংহতিবোধের বিকাশ ঘটানো যেতে পারে।

(l) শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ ঃ শিক্ষিত মানুষ যাতে সকল প্রকার সংকীর্ণতার উপরে উঠে প্রতিবাদ করতে পারে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্বপালন করতে পারে সেই ব্যবস্থা শিক্ষা কেন্দ্রে প্রবর্তন করতে হবে। কারণ উদারনৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষিত মানুষের মধ্যে থাকা সুপ্ত সংকীর্ণতাকে দূর করতে পারে।

মন্তব্য : ভারতের মত বিশাল দেশে জাতীয় সংহতি বজায় রাখা যথেষ্ট কষ্টকর। এখানে যেহেতু বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, ভাষাভাষীর মানুষ বসবাস করে সেহেতু এখানে নানাবিধ সমস্যা রয়েছে। সর্বোপরি শিক্ষার অভাব, দারিদ্র্য, বেকারি, বিদেশী শক্তির ইন্ধন ইত্যাদি কারণে এখানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে জাতীয় সংহতি বিপন্ন রয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এইরকম সমস্যামূলক পরিস্থিতিকে একমাত্র শিক্ষাই প্রকৃত ভূমিকা পালন করতে পারে। এর সাথে সাথে সাধারণ মানুষ যদি আর একটু সচেতন হয়, তাহলে দীর্ঘদিনের লালিত জাতীয় সংহতি আমাদের দেশে আজও অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

Scanned by CamScanner